যুগান্তর

তারিখ ... 07 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

নতুন পে-স্কেলে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন

আজিজুর রহমান আযম

শিক্ষকতা একটা মহৎ পেশা। দুনিয়াতে আর এমন একটি পেশাও নেই, যা সম্মানের দিক থেকে শিক্ষকতা পেশার সমান। শিক্ষকরা সোনার মানুষ গড়ার কারিগর। একটি দেশ, জাতি ও সমাজ তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যে বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, দক্ষতা ও নৈতিকতাবোধ নিয়ে গড়ে তুলতে চান, সেই কাজটা সম্পন্ন করেন সম্মানিত শিক্ষকরা। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার ও জাতীয় উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। অথচ স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরও আমাদের সংবিধানে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষাকে মৌলিক নীতিমালা হিসেবে নেয়া হয়েছে। শিক্ষা মৌলিক অধিকার না হওয়ার কারণে মৌলিক নীতিমালা লংঘনের দায়ে রাষ্ট্র বা সরকারকে আইনত বাধ্য করা যায় না বা তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। আইনগত অধিকার না থাকায় বেসরকারি শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য পে-স্কেলে অন্তর্ভুক্তির জন্য রাষ্ট্রের করুণার ওপর নির্ভর করতে হয়। এটি একেবারেই অনভিপ্রেত।

বেসরকারি শিক্ষকদের অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগ এবং পর্যাপ্ত সমর্থন না থাকায় তারা সর্বদাই বঞ্চিত হয়। দেখা যায়, বেসরকারি শিক্ষকরা বাড়িভাড়া পান ৫০০ টাকা। এ টাকায় বাড়িভাড়া তো দূরের কথা, বাড়ির বারান্দাও পাওয়া সম্ভব নয়। তারা চিকিৎসা ভাতা পান ৩০০ টাকা, যা নিতান্তই অপ্রতুল। বেসরকারি শিক্ষকরা উৎসব ভাতা পান স্ব-স্ব স্কেলের ২৫ ভাগ। বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা কোনো শিক্ষা ভাতা, টিফিন ভাতা ও পাহাড়ি ভাতা পান না। পুরো চাকরি জীবনে মাত্র একটি ইনক্রিমেন্ট পেয়ে থাকেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পদোন্নতির কোনো সুবিধা ব্যবস্থা নেই। বেসরকারি কলেজে অনেক মেধাবী শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন, যারা এসএসসি থেকে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত। এদের মধ্যে অনেকেই আবার এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রির অধিকারী হয়েও পদোন্নতিতে অনুপাত থাকার কারণে সহকারী অধ্যাপক হতে পারেন না। এত উচ্চমানের ডিগ্রি থাকার পরও ট্র্যাজেডি হল— পুরো চাকরি জীবনে তাদের প্রভাষক হিসেবে কাটাতে হয়। বেসরকারি কলেজে পদোন্নতির কোনো ব্যবস্থা না থাকায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা সঙ্গত কারণেই সম্মানিত এই পেশায় আসতে আগ্রহ বোধ করেন না। পৃথিবীর আর কোনো দেশে এমন তুঘলকি প্রথা আছে বলে আমাদের জানা নেই। দেশের মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশায় আনার জন্য শিক্ষামন্ত্রী দীর্ঘদিন থেকে বেসরকারি শিক্ষকদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বেতন স্কেল দেয়ার ঘোষণা দিয়ে আসছেন, কিন্তু তার এ ঘোষণা হিসেবেই থাকল, আলোর মুখ দেখল না।

সম্প্রতি যুগান্তরে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, ভারতে হাইস্কুলের একজন শিক্ষক চাকরিতে যোগদান করেই ২০-২৫ হাজার ভারতীয় রুপি পান। এ পরিমাণ টাকা বাংলাদেশের একজন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষকও চাকরিতে যোগদানকালে পান না। স্বাধীন দেশের একজন শিক্ষক যখন নির্ধারিত সম্মানী দ্বারা পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে না পেরে হতাশায় আত্মহত্যা করেন, অথবা এ পেশা ছেড়ে জীবন-জীবিকার তাগিদে অন্য কোনো অসম্মানজনক পেশার সঙ্গে যুক্ত হন, তখন স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত নয় কি?

শিক্ষক, লক্ষ্মীপুর
azam.rahman69@gmail.com